শুভেচ্ছা

জগন্মাতা ফিল্মস প্রযোজিত / পরিবেশিত

সশ্রদ্ধ তৃতীয় নিবেদন

রাজবধূ

চিত্রনাট্য / সংলাপ / পরিচালনা

পার্থপ্রতিম চৌধুরী

প্রযোজনা / শম্ভুনাথ রায়

সঙ্গীত : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ : শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী। সম্পাদনা : প্রশান্ত দে। শিল্পনির্দেশনা : বিমল সরকার/গৌর পোদ্দার। রূপসজ্জা : ভীম নস্কর/হাসান জামান। নৃত্যপরিচালনা : মিস শেফালী। ব্যবস্থাপনা/ প্রদীপ চ্যাটার্জী। শব্দগ্রহণ : রঞ্জিত গুপ্ত। পরিস্ফুটন : জেমিনি কালার ল্যাবোরেটারী। স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও সেন ষ্টুডিও বলাকা। সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই/পুলিন কয়াল। শব্দ পুনর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়।

কাহিনী সম্প্রসারণ / অজয় বসু।

সহ প্রযোজনা / বিল্বপদ পোয়ালী

নিউ থিয়েটার্স ১ নং ষ্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ

প্রধান সহকারী পরিচালক : ধ্রুব রায়চৌধুরী।

আলোক সজ্জা : সতীশ হালদার, দুঃখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, মঙ্গল দাস, অনিল পাল. গোকুল হালদার, মধুসূদন গোস্বামী, বেণুধর বিশ্বাস।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনা : সনৎ মহান্তি। চিত্রগ্রহণ : অনিল ঘোষ, মাধব মণ্ডল। **সম্পাদনা : মলয় ব্যানার্জী। সঙ্গীত :** অমিত ঘোষাল, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়। **শব্দগ্রহণ :** বিনোদ ভৌমিক, বিমল দে। শব্দপুনর্যোজনা: ভোলানাথ সরকার, গোপাল ঘোষ, ইন্দু অধিকারী। রূপসজ্জা : অজিত মণ্ডল। ব্যবস্থাপনা : হরি ভট্টাচার্য, ভগীরথ চক্রবর্তী। প্রচার-পরিকল্পনা : উজ্জ্বল সেনগুপ্ত।

॥ রূপদানে ॥

উৎপল দত্ত : মুনমুন সেন :

শমিত ভঞ্জ : রঞ্জিত মল্লিক : পিয়ালী চ্যাটার্জী : রবি ঘোষ : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় : কালী ব্যানার্জী : ছায়া দেবী : বুলবুল চৌধুরী : বিমল দেব : সতীন্দ্র ভট্টাচার্য : পার্থপ্রতীম : তপন রায় : জিমি লাহা মিহির পাল : রবীন : হারাধন : অমিতাভ।

রাজা : সাহানা ও মিস শেফালী :

: কাহিনী :

রাজবধূ চিরন্তন বধূমাতৃকার প্রতীক। শুধু যে কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী রাজশেখর লাহিড়ী'ই প্রণতি'র মতো রাজবধূ কল্পনা করেন এবং বাস্তবজীবনে চান, তাই নয়, আমরা সবাই অন্তরের অলিন্দে এই রকম রাজবধূ'ই চাই। যখন আকস্মিক ভাবে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন রাজশেখর ; ছেলে রঞ্জন আর তার ফ্রেন্ড্-ফিলজফার গাইড বিভাস দুজনে মিলে প্রণতি'কে সাজিয়ে আনলো রঞ্জনের প্রণয়ী, ভবিষ্যতের স্ত্রী হিসেবে তখন থেকেই এ কাহিনীর নাটকীয়তার সুরু। রঞ্জন ভালোবাসতো নীলা'কে, ক্যাবারে গার্ল, নৃত্যশিল্পী নীলা তখন কলকাতার বাইরে, তাই বাধ্য হয়েই প্রণতি'কে নীলা হিসেবে মৃত্যুপথযাত্রী বাবার সামনে এনেছিলো ওরা, কিন্তু রাজশেখর চোখ খুলে প্রণতি'কে দেখেই মনে মনে বরণ করে নিলেন বৌমা হিসেবে—এই তো তাঁর কল্পনার রাজবধূ !

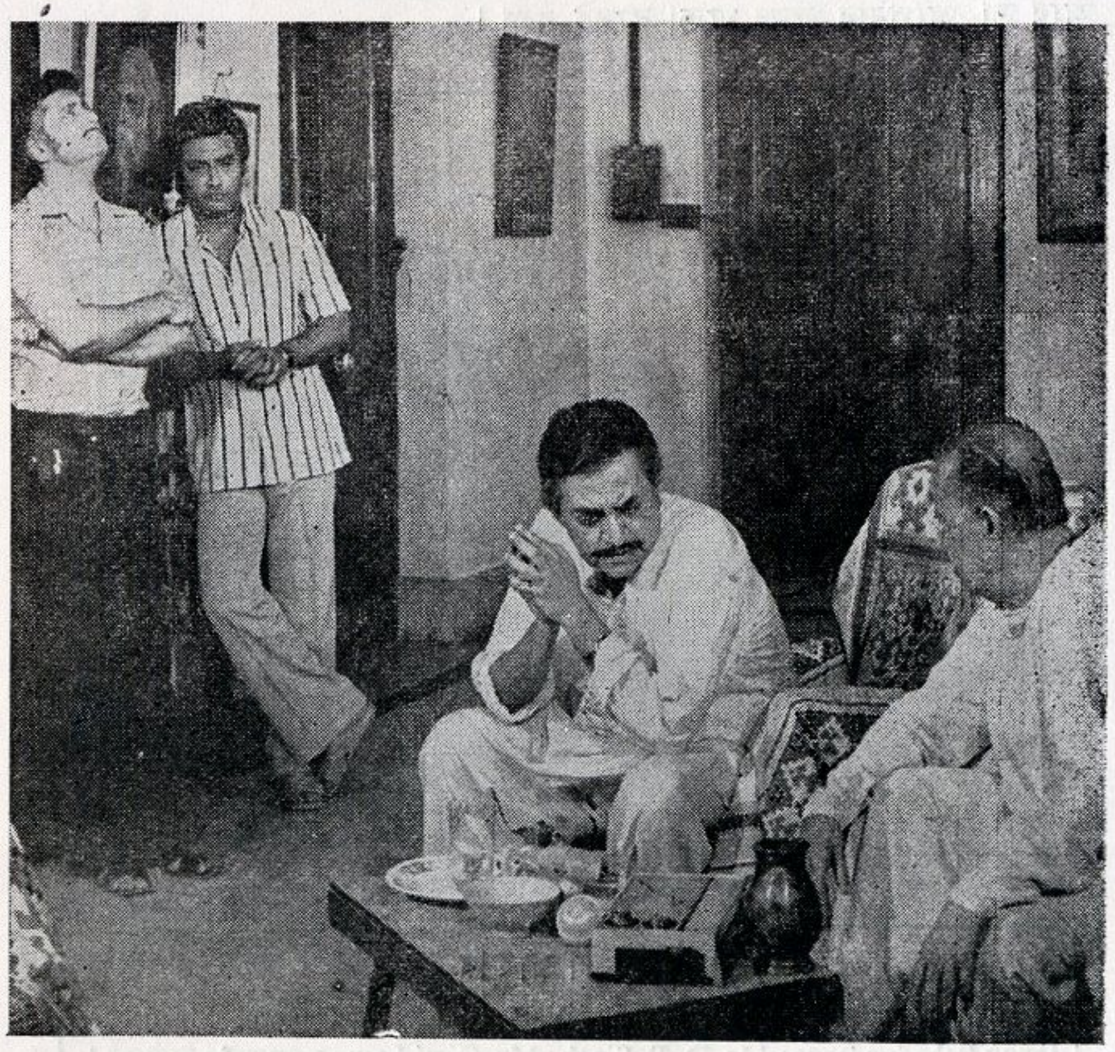

নম্রস্বভাব আর মন কেমন করানো সৌন্দর্য নিয়ে প্রণতি'ও এসেছিলো নেহাৎ কর্তব্য এবং মানবিকতার খাতিরে, কিন্তু পরবর্তীকালে সে'ও জড়িয়ে পড়লো মায়ার খেলায় এ বাড়ীর পিসিমা, কবিদা, পিতৃতুল্য রাজশেখর, রাজশেখরের বাল্যবন্ধু তারাদাস, বিভাসদা সবাই যেন মন কেড়ে নিল প্রণতির! পিতৃহারা প্রণতি ক্রমশঃ যেন সত্যি সত্যিই রাজবধূর সিংহাসনে অভিষেকের প্রতীক্ষায়, কিন্তু সেই মাহেন্দ্রক্ষণে বাদ সাধলো আসল নীলা এসে। রঞ্জন দাঁড়ালো মহাসংকটের মুখোমুখি, প্রণতি দাঁড়ালো চরম অপমান আর আত্মত্যাগের সামনে, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী আর মেজাজী মানুষ রাজশেখর লাহিড়ীও বুঝি বা বুঝতে পারলেন সামনে সমস্যার রোদে দ্বন্দ্বের লুকোচুরি—তাই তাঁর একমাত্র ছেলে রঞ্জনকে ত্যজ্যপুত্র করার মুহূর্তে দৃঢ়দৃপ্ত ঘোষণা—প্রণতি ছাড়া আর কাউকেই আমার পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নেওয়া অসম্ভব। জেদী ছেলে রঞ্জনেরও শেষ চেষ্টা নীলা'কে সে নর্তকীর জীবন থেকে সংসারে ফেরাবেই!

এরপর কি হবে? বলা বারণ, কারণ ছবিতে 'তো সব বলাই আছে। আর তা, আপনার মনের মতো করেই বলা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কল্যাণ ভদ্র, কর্মীবৃন্দ—AAEI, কর্মীবৃন্দ—Vartas Battery, General Shamsher Jhang Bahadur Rana, Mr. D. P. Singh, Mr. Gimi Law, জয়ন্তকুমার চ্যাটার্জী।

সঙ্গীতগ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, বলরাম বারুই।

রবীন্দ্রসঙ্গীত : বড় আশা করে ....

গীতরচনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী

নেপথ্য কণ্ঠ সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায় ও অরুন্ধতী হোমচৌধুরী।

গান

এক।

হরতন না রুইতন না চিড়িতন
নাকি ইস্কাবন
কোন তাসের রাজা আমি জানি না
তোমার আগুন কেন জ্বালায়-ফাগুন
বিবি তুমি, তুরুপের তাস
তোমায় ছাড়া খেলা মানিনা
এ.....
তোমার তাসের ঘরে আমি
খেলবো না কখনই রামিই
কিম্বা ফ্লাশের জুয়া তিন তাস
টেককায় ট্রায়ের আমি মানবো না
এ তাসের এঘর উড়ে গেলে
যাবার যা যাবই যে ফেলে
তাই তো তোমায় ছাড়া পরবাস
বিচ্ছেদ থাকা আমি চাইছি না—

দুই।

ঐ নীল নীল সমুদ্র অনেক দূরে—
কোন দূর দূর বলাকার আকাশ ঘুরে
আমি তোমার ঢেউএ ভেসে এসেছি
যে যাই বলুক ওগো,
তোমাকেই আমি ভালো বেসেছি

ঐ নীল নীল সমুদ্র অনেক দূরে
কোন দূর দূর বলাকার আকাশ ঘুরে
আমি তোমার ঢেউএ ভেসে এসেছি
কোন বাধা নেই ওগো ভালোবাসায়
জোয়ারের আমি, তুমি রইবে ভাঁটায়
ভাসতে চাইনা, আর ঢেউ'য়ে ঢেউ'য়ে
অনেক সাগরে মিছে ভেসেছি
চলে যায় সাগরেতে সুদূরের অচিন ঐ খেয়া
বলে যেতে পাবে না সে
কোন কূলে বাকি তার দেয়া-নেয়া
তবু আমি বলে যেতে চাই
তোমারি দুকূল আমি জেনেছি

বয়ে যায় ঝাউ বনে মনে মনে বৈশাখী হাওয়া
এনে দিতে পারে না সে—বসন্ত ফুলে ফুলে ছাওয়া
পিছনটা ভুলে গিয়ে তবুও
নতুন দোলায় আমি দুলেছি
যে যাই বলুক ওগো তোমাকেই আমি ভাল বেসেছি

আজু রঙ্গ খেলত মেরে রঙ্গ লাল
ঘুজ্ঘট খোলি খোলি রাধা দেখত চোরি চোরি
ফাগুয় সকাল
নয়নক কাজল হিয়া মাঝে বাজল
চলত চলত রাধ' ডাকে রঙ্গলাল
আজু কেন বাঁশী ডাকিছে উদাসী
বলোতো বলোতো রাধা মিলন কাঙ্গাল
চাহত ফাগুয়া ভিখারী এ হিয়া
খেলত খেলত হলিপ্রেমেরই রাখাল

ভেবে ছিলাম.....হায় ভেবেছিলাম
ফুলের মতো মাটির পরে ধন্য হবো
ভাবিনি তো রাজ প্রাসাদে আমার আমি অন্য হবো
চাইনি আমি হতে ধ্রুবতারা
শুধু অনুরোধে এসেছিলাম দিতে সাড়া
এখন সকল মায়া ছাড়িয়ে আমি কোথায় যাবো
পায়ের চলার পথিক যারে ভালবাসে
তৃণের মতো শিশির আমার ঘাসে ঘাসে
পায়ে চলার পথিক যারে ভালবাসে
মুছে দিতে হবে জেনেও ছবি আঁকা
কেন নদীর বুকে ঢেউয়ের মতো ভেসে থাকা
এই গোপন ব্যথার আপন কথা কারে কবো
ভেবেছিলাম ফুলের মতো মাটির পরে ধন্য হবো।

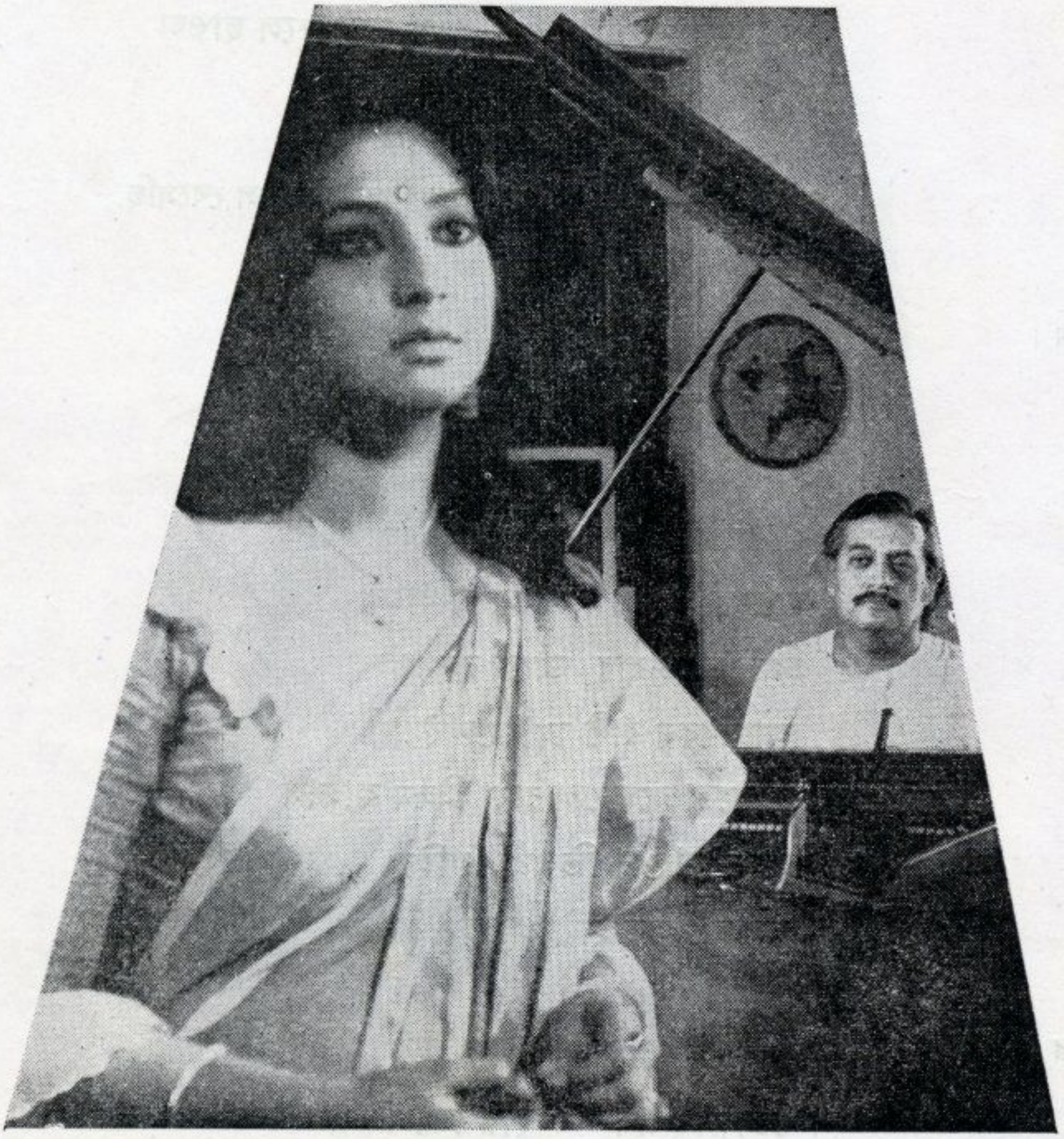

পাঁচ। কথা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড় আশা ক'রে এসেছি গো কাছে ডে'কে লও, ফিরায়ো না জননী
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো ॥
আর আমি যে কিছু চাহি নে, চরণ তলে বসে থাকিব
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, জননী বলে শুধু ডাকিবো
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা, কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াবো
ঐ যে হেরি তমসাঘনঘোরা গহন রজনী

জগন্মাতা ফিল্মস/১৬৫ এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে উজ্জ্বল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও দে প্রিণ্টার্স, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত ঃ